

এশিয়া

রেকর্ড তাপমাত্রায় পুড়ছে এশিয়ার যে দেশ

বিবিসি



ভিয়েতনামে দাবদাহের কারণে লোকজনকে দিনের উষ্ণতম সময়ে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ছবি: এএফপি

তীব্র দাবদাহে পুড়ছে ভিয়েতনাম। দেশটিতে তাপমাত্রা রেকর্ড ৪৪ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। ভিয়েতনামের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার রেকর্ড।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভিয়েতনামে তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। আগামী দিনগুলোয় দেশটিতে আরও গরম পড়তে পারে।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রার এই রেকর্ড হয়েছে গত শনিবার, ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে থান হোয়া প্রদেশে। দাবদাহের কারণে স্থানীয় প্রশাসন মানুষকে দিনের উষ্ণতম সময়ে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

এর আগে ভিয়েতনামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৪৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। চার বছর আগে দেশটির মধ্যাঞ্চলের হা থিন প্রদেশে এ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল।

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিশেষজ্ঞ নুগুয়েন নাগোক হুই বলেন, 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভিয়েতনামে গরম ক্রমেই বাড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার নতুন রেকর্ড যথেষ্ট উদ্বেগের। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে তাপমাত্রা এবারের এই রেকর্ডও ছাড়িয়ে যেতে পারে।'

ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলের দানাং শহরের বাসিন্দা নাগুয়েন থি লান। পেশায় কৃষক তিনি। থি লান জানান, দিনের মধ্যভাগে প্রচণ্ড গরম পড়ে। তাই কৃষিশ্রমিকদের ভোরের দিকে কাজ শুরু করতে হয়। সকাল ১০টা নাগাদ তাঁরা কাজ গুটিয়ে আনেন।

শুধু ভিয়েতনাম নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলোও তীব্র দাবদাহের সম্মুখীন হয়েছে। থাইল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলের মাক প্রদেশে তাপমাত্রা রেকর্ড ৪৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠেছে।

অন্যদিকে, মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, দেশটির পূর্বাঞ্চলের একটি শহরে তাপমাত্রা ৪৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। গত এক দশকের মধ্যে এটা ওই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

প্রতিবছরই বর্ষা মৌসুম শুরুর আগে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, ভারতসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোর গরম বেশি পড়ে। তবে এবার যেন দাবদাহ আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, গরম আরও বাড়ছে।

এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেল (আইপিসিসি) এক প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলেছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা যেভাবে বাড়ছে, তা মানুষের জন্য বহুমাত্রিক বিপদ ডেকে আনবে।



সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো